URKUND

Urkund Analysis Result

Analysed Document: Abdus Salam_Bengali.pdf (D110608363)
Submitted: 7/20/2021 8:21:00 AM
Submitted By: nbuplg@nbu.ac.in
Significance: 2 %

Sources included in the report:

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%97_(%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%A4)

Instances where selected sources appear:

15

Abdus Salam

Abdus Salam
Department of Bengali
University of North Bengal

Dr. Nikhil Chandra Ray
(Supervisor)
Department of Bengali
University of North Bengal

PROFESSOR
Department of Bengali
North Bengal University

ঘোষণা

আমি **'রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকে চিত্রকল্প'** শিরোনামে একটি গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করেছি। এটি অধ্যাপক ড. নিখিলচন্দ্র রায়ের তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। এই গবেষণাপত্রের কোনো অংশই অন্য কোনো উপাধির জন্য দাখিল করা হয় নি। এটি আমার স্বরচিত এবং মৌলিক রচনা।

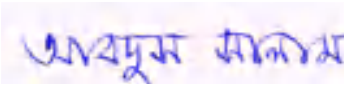

আবদুস সালাম
গবেষক
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
রাজা রামমোহনপুর
দার্জিলিং
সূচক-৭৩৪০১৩

তারিখ : 03/09/2021

বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

dept.bengalinbu@gmail.com

রেফারেন্স নম্বর .....

তারিখ .....

শংসাপত্র

আবদুস সালাম আমার তত্ত্বাবধানে **'রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকে চিত্রকল্প'** শিরোনামে একটি গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করেছেন। যতদূর জানি এই অভিসন্দর্ভ তাঁর মৌলিক রচনা এবং এই গবেষণাকর্মে তিনি কোনোরূপ কুম্ভিলকবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। প্রকাশ থাকে যে এই গবেষণাপত্রের কোনো অংশই অন্য কোনো উপাধির জন্য দাখিল করা হয় নি।

এটিকে আমি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. (বাংলা) পরীক্ষার জন্য দাখিল করার উপযুক্ত বিবেচনা করি।

আমি আবদুস সালামের সাফল্য কামনা করি।

ড. নিখিলচন্দ্র রায়
PROFESSOR
Dept. of Bangla
North Bengal University
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
রাজা রামমোহনপুর
দার্জিলিং
পিন-৭৩৪০১৩

প্রাক্‌কথন

তখন শৈশব। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্য ছিল—'অমল ও দইওআলা'। দইওআলা খুব টানত। অমলের জন্য কান্না পেত খুব। মন কেমন কেমন করত। বেচারা কোথাও যেতে পায় না। কী একটা অসুখ! এখন প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেও দেখছি দইওআলার জন্য সেই আগের মতোই সমান টান আর অমলের জন্য মন খারাপ। একই লেখা কোন্ যাদুতে এভাবে শৈশব আর প্রৌঢ়ত্বকে একই সরণীতে এনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে! আসলে মনের নৈকট্যের কাছে বয়সের ব্যবধান বড়ো নয় কখনো। অমলের বন্দী দশার আলাদা কোনো মানে আছে যা 'মানে বই'-এ নেই। সেজন্যই প্রৌঢ়ত্ব, শৈশব সব একাকার হয়ে যায় অনুভূতির আঙিনায়। এই হলেন রবীন্দ্রনাথ। 'ফাল্গুনী'র ভাষাকে সামান্য বদলে দিয়ে তাঁর রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলিকে তাই 'বারে বারেই নতুন ফিরে ফিরেই নতুন'—এমন বলাটা অসমীচীন নয় মোটেই।

'ডাকঘরে'র কবিরাজ 'দরজা' বন্ধ করে দিলেও আমরা চিত্রকল্পের সৌজন্যে রাজকবিরাজের 'দরজা'র সন্ধান পেয়ে গেছি। চিত্রকল্পের চাবি দিয়ে 'শারদোৎসব' থেকে 'কালের যাত্রা' পর্যন্ত নাটকগুলির প্রত্যেকটির দরজা একে একে খুলে ফেলে ভেতরে প্রবেশ করেছি। খুঁজে পেয়েছি—'প্রাণময় মঙ্গলময় মহাপরিণাম'।

প্রকাশকালের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের 'রূপক–সাংকেতিক' নাটকগুলি হলো—

১. শারদোৎসব	–	১৯০৮
২. রাজা	–	১৯১০
৩. ডাকঘর	–	১৯১২
৪. অচলায়তন	–	১৯১২
৫. ফাল্গুনী	–	১৯১৬
৬. মুক্তধারা	–	১৯২২
৭. রক্তকরবী	–	১৯২৬
৮. কালের যাত্রা	–	১৯৩২

তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে আলোচনাসাপেক্ষে তাঁর পরামর্শে এবং ভাবসম্মিলনের বৈশিষ্ট্যে ‘রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকে চিত্রকল্প’ এই শিরোনামে নিম্নলিখিত রূপে গবেষণা প্রকল্পটিকে মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি—

প্রথম অধ্যায় : **প্রসঙ্গ চিত্রকল্প : সংজ্ঞা, স্বরূপ**

দ্বিতীয় অধ্যায় : **নাটকে চিত্রকল্প**

তৃতীয় অধ্যায় : **রবীন্দ্ররূপক-সাংকেতিক নাটকে চিত্রকল্প-প্রথম পর্যায় : শারদোৎসব, ফাল্গুনী**

চতুর্থ অধ্যায় : **রবীন্দ্ররূপক-সাংকেতিক নাটকে চিত্রকল্প-দ্বিতীয় পর্যায় : রাজা, ডাকঘর, অচলায়তন**

পঞ্চম অধ্যায় : **রবীন্দ্ররূপক-সাংকেতিক নাটকে চিত্রকল্প-তৃতীয় পর্যায় : মুক্তধারা, রক্তকরবী, কালের যাত্রা**

গবেষণার কাজটিকে বাস্তবরূপ দেওয়ার জন্য আমার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. নিখিলচন্দ্র রায় মহাশয় প্রতিমুহূর্তে আমাকে সস্নেহ তাগাদা দিয়েছেন। কিন্তু ‘করোনা’ অতিমারী বা মহামারীর কারণে হঠাৎ করে দীর্ঘসময় কলকাতায় আটকে পড়ায় সবকিছুই অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। অবশেষে মালদায় ফিরে কাজে মন দিই।

আমার কলেজজীবনের শিক্ষক ড. শ্যামলকুমার ঘোষ মহাশয় আমাকে ‘রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকে চিত্রকল্প’ নিয়ে গবেষণা করার জন্য উৎসাহ দেন। সেটা সম্ভবত ২০০৮ সালের ঘটনা। পরবর্তীকালে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. অশ্রুকুমার সিকদার মহাশয় আমাকে অনেকবার তাগাদা ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। আমার প্রিয় এই দু’জন শিক্ষকই কালের নিয়মে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

নানান কারণে গবেষণার কাজটি বিলম্বিত হয়েছে। একসময় খুব হতাশ হয়ে গবেষণার কথা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করি। সেই সময় অধ্যাপক ড. নিখিলচন্দ্র রায় আমার পাশে এসে দাঁড়ান। তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ ও সহযোগিতা আমার মনের ভেতর নতুন এক আশার সঞ্চার

ঘটায়। ঐ সময়পর্বে প্রতিমুহূর্তে পাশে পেয়েছি আমার প্রাক্তন সহকর্মী অধ্যাপক শক্তিপদ পাত্র, হুগলি মহসিন কলেজের অধ্যাপক ড. মানসমুকুল বন্দ্যোপাধ্যায় ও ফালাকাটা কলেজের অধ্যাপক ড. রঞ্জন রায়কে। রঞ্জন রায় তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার থেকে অনেকগুলি বই সরবরাহ করে আমাকে প্রভূত সাহায্য করেছেন। অনেক দিক দিয়েই আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

এ ছাড়াও গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সদ্যঃপ্রয়াত ড. বিকাশ রায়, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. দীপককুমার রায়, মানিকচক কলেজের অধ্যাপক ড. সাদেকুল ইসলাম, গভর্নমেন্ট কলেজ অফ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফটের গ্রন্থাগারিক ড. শ্যামসুন্দর কুণ্ডু, আমার সহকর্মী গভর্নমেন্ট টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, মালদা-র ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. কার্তিকচন্দ্র সরকার, কথাসাহিত্যিক পীযূষ ভট্টাচার্য ও অঞ্জন সেনগুপ্ত প্রমুখ আমাকে যথাসাধ্য উৎসাহ যুগিয়েছেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপকবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে আমাকে প্রশ্ন করে ও পরামর্শ দিয়ে কৃতজ্ঞ করেছেন। সতীর্থ গবেষক কালিপদ বর্মন, আশিস দেবনাথ এবং আমাদের কলেজের কম্পিউটারকর্মী শ্রীমান প্রসেনজিৎ প্রধান নানান কাজে সবসময় আমার পাশে থেকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। মুদ্রণ ও প্রুফ সংশোধনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করেছে শ্রীমান বিশ্বজিৎ মজুমদার।

অবশেষে সুদীর্ঘকাল অপেক্ষার পর সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গবেষণা অভিসন্দর্ভটির আত্মপ্রকাশ সম্ভব হয়েছে। এই কাজে আমার সহধর্মিণী নূর নাহার ও কন্যা উর্বি ইসলাম সবসময় আমার পাশে থেকেছে। একটাই দুঃখ–আমার ‘শিক্ষক-পিতা’ আমার এই গবেষণাকর্ম দেখে যেতে পারলেন না। গত ১০ মে ২০২১-এ তাঁকে আমি চিরতরে হারিয়ে ফেলেছি।...

যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবাইকে এই অবসরে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

আবদুস সালাম

(আবদুস সালাম)

গবেষক

বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়